দর্শনা ফিলিং ষ্টেশনের নিকটে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-জীবননগর সড়কের দর্শনা ফিলিং ষ্টেশনের নিকট জহির হোসেন(৪০) নামের এক কার্পাসডাঙ্গা বাজারের সাইকেল পার্টস ব্যবসায়ী কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। তার কাছে থাকা ২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছেন আহত জহির।

তিনি দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার দুর্গাপুর পশ্চিম পাড়ার শওকত আলী ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দিকে দর্শনা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা ফিলিংস্টেশনের নিকট এই ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ বলছে চাকরি দেওয়ার অথবা আদম বেপারী ঘটনায় টাকা লেনদেনের বিষয়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

আহত জহির হোসেন বলেন,বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দর্শনা বাস স্ট্যান্ডে ২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যবসার জন্য নিয়ে আসে। এ সময় দর্শনা ফিলিং স্টেশনের নিকট পৌঁছালে তাকে ৫/৬ জন দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। তার কাছে থাকা ২ লক্ষ্ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দৃর্বত্তরা।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দর্শনা পুরাতন বাজারস্থ চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। তার ক্ষত স্থানে ১৯ টি সেলাই দেওয়া হয়। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি)বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ওসি বলেন প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে টাকা সংক্রান্ত অথবা আদম বেপারীর ঘটনার টাকা নেওয়া জের ধরে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ৫টি পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে রবিবার থেকে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিসি।

নিত্যপণ্য ডিম, আলু ও পেয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকায় গত বৃহস্পতিবার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা, আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল ১৫৯ থেকে ১৬৯ টাকা, চিনি ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু গতকালও মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া মহল্লার দোকানগুলো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এসকল পণ্য।

জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় পাইকারিতে বড় বাজারে এলসি পেয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা,দেশি পেয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, চিনি ১৩০ টাকা, সয়াবিন তেল ১৭০ টাকা লিটার, পামওয়েল ১৪৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের
ব্যবসায়ীরা

পাড়া মহল্লার মুদি দোকানে এলসির পেয়াজ ৮০টাকা, দেশি পেয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, ডিম আকার ভেদে ৫২ থেকে ৫৪ টাকা হালি, চিনি ১৩০ টাকা কেজি, সয়াবিন তেল ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকা লিটার ও পামওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

বড়বাজারের আলু ও পেয়াজের পায়কারী ব্যবসায়ী সিরাজ বানিজ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সিরাজ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে বেশি দামে ক্রয়কৃত মুজুদে থাকা পণ্য বিক্রি করে শেষ করতে। সরকার নির্ধারিত মুল্যে

নতুন সবজির চালান রবিবার থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার কাচাবাজারে ক্রেতা আরিফুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারন চাকুরি করি। বর্তমান বাজারে সংসারের চাহিদা মেটাতে যেয়ে বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয় ভেঙে চলতে হচ্ছে। ‘

হোটেল বাজারে মুদি দোকানে আসা ক্রেতা শামিম বলেন, বর্তমান বাজারে প্রতিটি পন্য আড়ত থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে আসতে মূল্য ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যায়। এগুলো দেখার কেউ নেই। আর নিউজ করে কি করবেন। দু’এক দিন লোক দেখানো অভিজান হবে। এরপর আবার বাজার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার করতে আসা রিক্সা চালক আব্দুল মালেক ক্ষোভের সাথে বলেন,’ সারাদিন রিক্সা চালিয়েও এখন দুইবেলার খাবারের যোগান হয়না। ব্যবসায়িরা এতো খারাপ, ওরা ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ করে।’

বড় বাজারের সবজি দোকানী মন্টু বলেন, আমার পাইকারি আড়তেই নির্ধারিত দামে মালামাল পাইনা। তাহলে ঐ দামে বিক্রি করবো কিভাবে।

মল্লিক পাড়ার মুদি দোকানি টোকন বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে আড়ৎ থেকে পণ্য কিনে এনে আমার দোকানে বিক্রি করি। আড়ৎ মূল্যের সাথে পরিবহনের খরচ থাকে। এর পর হয়তো পণ্যভেদে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা লাভ হয়। আসলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মহাজন ও পাইকারি পর্যায়ে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামিম হাসান বলেন, ‘ বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে পন্য বিক্রয় করা সহ দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়কৃত পণ্যের ভাওচার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলাপ্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহনে ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা বারোটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু। এতে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। সভাটি ব্যবস্থাপনা করেন, জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা । আর সভাটি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন, চুয়াডাঙ্গা দোকার মালিক সমিতি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জেলা তথ্য অফিস চুয়াডাঙ্গা।

সভার শুরুতে আলোচনা করা হয় নিত্যপণ্যসহ সবধরনের বাজারদর ও বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বাজারের কোনো পন্যের তালিকায় মুল্য লেখা থাকে না। দিন দিন বাজার অস্বাভাবিক কেন হয় তা নিয়েও আলোচনা করেন। বাজার তদারকি ও বাজার মনিটরিং কিভাবে আরো জোরদার করা যায় সেই লক্ষে কাজ করা হবে। এতে বাজারের পণ্যের দাম ঠিক রাখতে হলে যা করণিয় তা করতে হবে বলে আলোচনা করা হয়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সব মানুষই ভোক্তা। যিনি বিক্রেতা তিনিও কখনো কখনো ক্রেতা। আমাদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা নিরাপদ খাদ্য পাবো। আর বাজারের নৈতিকতা ঠিক রেখে ব্যবস করতে হবে। অসাধু ভাবে ব্যবসা করা যাবে না। বাজার সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে। বাজারের বর্জ মাতাভাঙ্গা নদীতে ফেলা যাবে না। ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। তাহলে ব্যবসার মর্যাদা থাকবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল

ইসলাম, পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, বাজার কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার, প্রচার সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের ব্যবসায়ীগণ।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও টেনিস খেলোয়াড় ভেটা আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও টেনিস খেলোয়াড় খন্দকার মনিরুল ইসলাম ভেটা (৬৩) ফুসফুসের প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খন্দকার মনিরুল ইসলাম ভেটা মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ার নিবাসী এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মরহুম আমিরুল ইসলাম পালুর ভাই। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। ঢাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিউমোনিয়া নির্ণয় হয়। পরে তিনি ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত হন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। সেখানে থেকে ভোরে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মরহুমের লাশ মেহেরপুরে নিয়ে আসা হবে। জানাযার সময় এখনো জানা যায় নি।

জীবননগরে নিখোঁজের চার দিন পর ব্যবসায়ী আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার

জীবননগরে নিখোঁজের চার দিন পর আবু সাইদ (২৭) নামে এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর পৌর সভার ৮নং ওয়াডের বসুতিপাড়ায় কোরিয়ান প্রবাসী কবিরের নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের বেসমেন্টে লাশটি দেখে স্থানীয় জনগণ জীবননগর থানা পুলিশ খবর দেয়।

নিহত আবু সাইদ জীবননগর হাইস্কুলপাড়ার আব্দুল রইচের ছোট ছেলে। নিহত আবু সাঈদ জীবননগর পৌর শহরের ইয়ান সু-স্টোরের মালিক।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে প্রবাসী কবিরের নির্মাণাধীন সাততলা ভবনের লিফটের বেসমেন্ট থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। পরে তারা সেখানে একটি লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুপুর ১টা ৩০মিনিটের দিকে লিফটের একটি অংশ ভেঙ্গে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যান।

আবু সাঈদের বড় ভাই আবু হাসান বলেন, ‘আবু সাঈদ ২ এপ্রিল ভোরে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। আমরা তাকে অনেক খোজাখুজি করেছি কিন্তু তার কোন সন্ধান পায়নি, এর একদিন পর আমার ভাইয়ের মোবাইল ফোন থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি আমার কাছে ফোন করে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার পরিচয় গোপন করে ফোনটি বন্ধ করে রাখে। পরে একটা ইন্টারনেট নম্বর থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে বলেন, ১৫ হাজার টাকা দিলে আমার ভাইয়ের খোঁজ দেবেন। টাকা না দিলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না বলে আমাকে হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনার পর আমরা জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করেছিলাম। আজ সকালে যখন শুনতে পারি বসুতি পাড়ার একটি বাড়ি থেকে অঙ্গাত একটি লাশ উদ্ধার হয়েছে। আমি সেখানে যেয়ে আমার ভায়ের পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি দেখে চিনতে পারি যে এটা আমার ভায়ের লাশ । নিহত সাঈদের বাবা রইচ উদ্দিন লাশ দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং যারা তার ছেলেকে

হত্যা করেছে তাদের ফাসির দাবি করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জীবননগর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মো. নাসির উদ্দীন মৃধা বলেন, ‘লাশ উদ্ধারের পর পরিবারের সদস্যরা লাশটি শনাক্ত করেছেন।’ চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান বলেন, উদ্ধারকৃত লাশটি পানির মধ্যে থাকায় ‘লাশ পচে গেছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মগে পাঠানো হয়েছে । এ বিষয় নিয়ে পুলিশ মাঠে কাজ করছে আসল ঘটনা উদঘাটনের জন্য চেষ্ঠা করা হচ্ছে। এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পিবিআই, সিআইডি, র্যাব ও ডিবির সদস্যরা।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল ব্যবসায়ীর ৬ বছর কারাদন্ড

ফেনসিডিল মামলায় শামীম মল্লিক (৪০) নামের এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ীকে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ আদালত। একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরো ৬ মাসে কারাদন্ডদেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্ত শামীম মল্লিক মুজিবনগর উপজেলার মানিক নগর গ্রামের ইউসুফ মল্লিকের ছেলে।

আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এই রায় দেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট বিকালে মুজিবনগর থানার এএসআই আবু তাহেরের নেতৃতে পুলিশের একটি টিম মুজিবনগর পিকনিক কর্নার এলাকা থেকে ৭২ বোতল ফেনসিডিল সহ শামীম মল্লিককে গ্রেপ্তার করেন।

ওই ঘটনায় স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ২৫ বি (২) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং জি আর ৩২৪/১৫। স্পেশাল ট্রাইবুনাল কেস নং ৩০/২০১৫।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক শেষে আদালতে চার্জশিট

দাখিল করেন। মামলায় মোট ৬ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষে শামীম মল্লিক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো ৬ মাসে কারাদন্ডদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে অ্যাডভোকেট আব্দুল আলিম কৌশলী ছিলেন।

বাঁচার আশায় চিকিৎসা নিতে গিয়ে ব্যবসায়ী ফিরলেন সাদা কফিনে

বাঁচার আশায় উন্নত চিকিৎসা নিতে ঢাকায় গিয়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণের প্রদীপ নিভে গেলো মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আহসান হাবীব খোকন (৬৫)।

আহসান হাবিব হাবিব খোকন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, গহরপুর গ্রামের মৃত সোলাইমান হোসেনের ছেলে।

এছাড়া সদর উপজেলার বারাদী বাজারের রাকা ইলেকট্রিক এন্ড ফার্নিচার এর সত্বাধিকারী।

সোমবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৬ টার দিকে ঢাকা বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তার ছেলে রাজু আহমেদ জানান, বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। তার হার্টে দুটি রিং পরানো রয়েছে। সপ্তাহ খানেক তিনি শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ঢাকা যান। ঢাকায় চিকিৎসা নিতে গিয়ে তিনি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হন।

গতকাল রবিবার (২০ নভেম্বর) সকালের দিকে তার মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলে পরিবারের লোকজন দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সন্ধ্যার দিকে তার অবস্থার ক্রমশ

অবনতি হয়। রাতেই তাকে আবারো উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকা রেফার করেন।

ঢাকা বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ (সোমবার) সকালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীর দোকানোর সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামের সার ব্যবসায়ীর গোডাউনের সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালের ১০ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের পিটুলিতলা নামক এলাকার একটি সার কীটনাশকের দোকানের সামনে থেকে একটি শপিং ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ককটেলগুলো লাল টেপ মোড়ানো বলে জানান সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, রাধাকান্তপুর গ্রামের ব্যবসায়ী টুটুল মিয়ার সার ও কীটনাশকের দোকানের সামনে একটি শপিং ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি ককটেল দেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি বোঝায় বালতির মধ্যে নিয়ে থানায় নিয়েছে। এগুলো আদৌ ককটেল কিনা সেটাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এলাকার কিছু খারাপ মানুষ এগুলো ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ বিষয়টি নজরে নিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান

চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

জীবননগরে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রি করায় এক বিসিআইসি ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার দুপুরে জীবননগর হাসপাতাল গেটের সামনে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে এই জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি সারের ডিলার মেসার্স হক ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রির অভিযোগ ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ১১০০ টাকা বস্তার ইউরিয়া সার ১২৫০ টাকায়, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকায় এবং ৮০০ টাকার ডিএপি ৯৫০ টাকায় বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই বিসিআইসি সারের ডিলারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দুটি রশিদ বই জব্দ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।